দৈনিক বাংলা
তারিখ 25 APR 1997
পৃঃ ৮ কলাম ৪

সিপিডি-আইডিই সংলাপে বক্তব্য

নয়া শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'মানব সম্পদ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপে বক্তারা বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এবং ইনস্টিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল সংলাপে বক্তারা এ মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রফিক। প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করেন ডঃ নজরুল ইসলাম ও ডঃ আতিউর রহমান। সংলাপে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ,কে আজাদ চৌধুরী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম, আমিনুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, অধ্যাপক এম,এম,আর সিদ্দিকী, কাজী আজহার আলী, নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, ডঃ আলী আজগর প্রমুখ।

প্রবন্ধের উপস্থাপক আবদুর রফিক তার বক্তব্যে বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে মধ্যম স্তরের কারিগরি জনশক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এধরনের উন্নয়ন ঘটিয়ে ভারত, জার্মানি, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ দরিদ্র জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এবং ইনস্টিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের উদ্যোগে মানব সম্পদ উন্নয়নে পলিসি প্লানিং বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
—সংবাদ

তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালে দেশে ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০টিতে। অপরদিকে ভারতে ঐ একই সময়ে ৩৫০টির স্থলে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮০টিতে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর তার বক্তব্যে বলেন, উন্নয়নের ধারক ও বাহক হিসেবে প্রশিক্ষিত জনশক্তির বিকল্প নেই। অথচ বিগত সরকারগুলো ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কারিগরি শিক্ষা খাতে বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। তারা কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্যই এধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সারাদেশে আগামী ৫ বছরে সাড়ে ১৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের সত্যিকার উন্নয়ন ঘটাতে হলে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তিনি দেশে শিল্প-কারখানার চাহিদা নিরূপণের জন্য ইনস্টিটিউট-গুলোতে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

ডঃ আতিউর রহমান তার মন্তব্যে বলেন, আমরা অনেক বিপর্যয়ের কথা বলি। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্ম একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হলেও পলিসিমেকাররা নির্বিকার।

আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বলেন, আমাদের দেশের জন্য কোন্ ধরনের কারিগরি শিক্ষা বেশি প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

তিনি মধ্যম পর্যায়ে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি নারী শিক্ষা সম্প্রসারণেরও আহ্বান জানান।

মাহফুজ আনাম বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ছাড়া দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সমাজ, দেশ ও মানুষের চাহিদা পূরণের জন্যই শিক্ষা। একসময় বিএ, এমএ পাসের গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এখন কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। তিনি প্রতিটি থানায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়াও মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

কাজী আজহার আলী বলেন, ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে দু'টি কারিগরি বিষয় সম্পৃক্ত করা হলেও '৮৮ সালে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অদ্যাবধি মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন কারিগরি বিষয় সম্পৃক্ত হয়নি।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, দেশের শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য মধ্যম পর্যায়ে কারিগরি জনশক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন। তিনি প্রতিটি থানায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানান।